POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلّی علیٰ رسولہ الکریم وعلیٰ عبدہ المسیح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ

খণ্ড
2

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৩০০ টাকা

সংখ্যা
17

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

The Weekly
BADAR Qadian
Bangla

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 27 শে এপ্রিল, 2017 27 শাহাদত, 1396 হিজরী শামসী 29 রজব 1438 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

আল্লাহ্ তা'লা যাহা চাহেন তাহাই করিয়া থাকেন। মূর্খ সেই ব্যক্তি যে খোদাতা'লার বিরুদ্ধাচারণ করে এবং সে জাহেল, যে তাঁহার মোকাবেলায় আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলে যে, এমন নহে বরং এইরূপ হওয়া উচিত ছিল।

বাণী ঃ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)

হযরত মূসা (আ.) তাঁহার পূর্ববর্তী জাতিসমূহের হারানো ধন পাইয়া ছিলেন এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) সেই ধনের অধিকারী হইয়াছেন যাহা হযরত মূসা (আ.)-এর অনুগামীগণ হারাইয়া ফেলিয়াছিল। এমতাবস্থায় মুহাম্মদী সিলসিলা মূসায়ী সিলসিলার স্থলাভিষিক্ত, কিন্তু মর্যাদায় উহা হইতে সহস্র গুণে উচ্চ। মূসা সদৃশ (হযরত মুহাম্মদ-সা.) যেমন মূসা (আ.) হইতে মর্যাদায় উচ্চতর তদ্রূপ মরিয়ম তনয় ঈসা সদৃশ (প্রতিশ্রুত মসীহ্) মরিয়ম তনয় ঈসা হইতে মর্যাদায় উচ্চতর। সেই প্রতিশ্রুতি মসীহ শুধু কালের দিক দিয়াই আঁ হযরত (সা.)-এর পর চতুর্দশ শতাব্দীতে আবির্ভুত হন নাই যেরূপ মসীহ ইবনে মরিয়ম মূসা (আ.)-এর চতুর্দশ শতাব্দীতে আগমণ করিয়াছিলেন বরং তিনি বর্তমানে এমন এক সময়ে আবির্ভূত হইয়াছেন যখন মুসলমান জাতির অবস্থা হযরত ঈসা (আ.)এর আগমণকালীন ইহুদীদের অবস্থার সম্পূর্ণ অনুরূপ হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং আমিই সেই প্রতিশ্রুত মসীহ্ ।

আল্লাহ্ তা'লা যাহা চাহেন তাহাই করিয়া থাকেন। মূর্খ সেই ব্যক্তি যে খোদাতা'লার বিরুদ্ধাচারণ করে এবং সে জাহেল, যে তাঁহার মোকাবেলায় আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলে যে, এমন নহে বরং এইরূপ হওয়া উচিত ছিল।

আল্লাহ্ তা'লা আমাকে উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহের সহিত প্রেরণ করিয়াছেন যাহা সংখ্যায় দশ হাজারের বেশী হইবে। ইহাদের মধ্যে 'প্লেগ'ও একটি নিদর্শন।

সুতরাং যে ব্যক্তি আমার নিকট সত্যিকার বয়াত গ্রহণ করিয়া সরল অন্তঃকরণে আমার অনুগামী হয় এবং আমার আনুগত্যে বিলীন হইয়া স্বীয় কামনা বাসনাকে পরিত্যাগ করে সেই ব্যক্তির জন্যই এই বিপদসঙ্কুল দিনে আমার রূহ শাফায়াত (সুপারিশ) করিবে। সুতরাং হে লোক সকল! যাহারা নিজেকে আমার জামাতভুক্ত বলিয়া গণ্য করিয়া থাক, আকাশে কেবল তখনই তোমরা আমার জামাতভুক্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে যখন তোমরা সত্যিকারভাবে তাকওয়ার (খোদা-ভীরুতার) পথে অগ্রসর হইবে। সুতরাং তোমরা তোমাদের দৈনিক পাঁচ ওয়াক্তের নামায এরূপ ভীতি সহকারে এবং নিবিষ্টচিত্তে আদায় করিবে যেন তোমরা আল্লাহ্ তা'লাকে সাক্ষাৎভাবে দেখিতেছ। নিজেদের রোযাও তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে নিষ্ঠার সহিত পালন করিবে। যাহারা যাকাত দিবার উপযুক্ত তাহারা যাকাত দিবে। যাহাদের জন্য হজ্জ ফরয হইয়াছে এবং তাহা পালনে কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকিলে তাহারা হজ্জ করিবে, সকল পুণ্যকর্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবে এবং পাপকে ঘৃণার সহিত বর্জন করিবে, নিশ্চয় স্মরণ রাখিও যে, কোন কর্ম আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে না যাহাতে তাকওয়া নাই। প্রত্যেক পুণ্য কর্মের মূল তাকওয়া। যে কর্মে এই মূল ধ্বংস হয় না, সেই কর্ম কখনও ধ্বংস হইবে না। ইহা নিশ্চিত যে, তোমাদিগকে নানা প্রকার দুঃখ-কষ্টের পরীক্ষা দিতে হইবে যেরূপ পূর্ববর্তী মোমেনগণে পরীক্ষা হইয়াছিল। অতএব সাবধান! এইরূপ যেন না হয় যে, তোমরা হোঁচট খাও। দুনিয়া তোমাদের কিছুই ক্ষতি করিতে পারিবে না যদি আকাশের সহিত তোমাদের দৃঢ় সম্পর্ক থাকে। তোমাদের নিজেদের ক্ষতি নিজেদের হাতেই হইবে, শত্রুর হাতে নয়। তোমাদের পার্থিব সম্মান যদি বিনষ্ট হইয়া যায় তাহা হইলে খোদা তোমাদিগকে আকাশে এক অক্ষয় সম্মান দান করিবেন। অতএব তাঁহাকে পরিত্যাগ করিও না। অবশ্য তোমাদিগকে দুঃখ দেওয়া হইবে এবং অনেক আশা হইতে তোমাদিগকে নিরাশ করা হইবে। সুতরাং এইরূপ অবস্থায় তোমরা দুঃখিত হইও না কেননা, তোমাদের খোদা তোমাদিগকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চান যে, তোমরা তাঁহার পথে অবিচল রহিয়াছ কি-না। যদি তোমরা চাহ যে, আকাশে ফেরেশতাগণও তোমাদের প্রশংসা করুক তাহা হইলে মার খাইয়াও তোমরা সন্তুষ্ট থাকিবে, গালি শুনিয়াও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে এবং বিফলতা দেখিয়াও আল্লাহ্‌র সহিত তোমাদের সম্পর্ক ছিন্ন করিবে না।

(কিশতিহ নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃষ্ঠা: ১৪-১৫)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্ত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

তিন তালাক প্রসঙ্গ

কাজি মহম্মদ আয়াজ

আজকের দিনে আমাদের দেশে 'তিন তালাক' বিষয়টি খুবই প্রাসঙ্গিক এবং স্পর্শ্ব কাতর একটি বিষয়। 'তালাক' শব্দের আভিধানিক অর্থ হল বিবাহ বিচ্ছেদ, দায়িত্ব মুক্তি, বর্জন ইত্যাদি। ইসলাম ধর্মে তালাক প্রদানের যে পদ্ধতি কোরআন মজীদে বর্ণিত হয়েছে তা সর্ব-স্তরের মানুষের নিকট গ্রহণযোগ্যতার দাবি রাখে।

ইসলাম শান্তির ধর্ম, যে ধর্মের অনুশাসন মান্য করার মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং এই কথাটিও দৃষ্টিপটে রাখা একান্ত আবশ্যক যে, কোন ব্যক্তির কোন ভুল ফতোয়া বা সিদ্ধান্তের কারণে যাতে সমাজে শান্তি বিঘ্নিত না হয়। কোন সামাজিক সমস্যার ধর্মীয় সমাধানের সিদ্ধান্ত সাধারণত আমাদের সমাজের ধর্মীয় ঠিকাধারী আলেমগণই প্রদান করে থাকেন। কিন্তু সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, আল্লাহতা'লা পবিত্র কোরআনের 'সূরা নিসা' এর ২৯ নম্বর আয়াতে বর্ণনা করেছেন **'খুলিকাল ইনসানু যয়ীফা'** অর্থাৎ মানুষকে দুর্বলতা দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই জ্ঞানী মানুষের সিদ্ধান্তও সর্বদা সঠিক নাও হতে পারে। অতএব কোরআন ও হাদীসের কষ্টিপাথরে সেই সিদ্ধান্ত যাচাই হওয়া একান্ত আবশ্যক।

মানুষ সমাজবদ্ধ সামাজিক জীব। সমাজের সর্বময় মঙ্গল আমাদের পরস্পরের মাধ্যমে সাধিত হওয়া উচিত। বিবাহ নামক একটি সামাজিক প্রথার অনুসরণে মানুষ তার চারিত্রিক পবিত্রতা ও সতীত্ব রক্ষা করে বংশগতির ধারাকে অব্যাহত রেখে সমাজকে বহুবিধ অমঙ্গলের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে (সূরা নিসা : ২৪-২৫ এবং সূরা নূর : ৩৩-৩৪)। সুতরাং সেই বিবাহ নামক বন্ধনকে আমরা নির্দিধায় পবিত্র বলে আখ্যায়িত করতে পারি।

আজকের মুসলিম সমাজের অধিকাংশ মানুষ 'তালাক' বলতে যা বোঝে তা হল, যে কোন সময়ে, যেখানে খুশি ও যে কোন পরিস্থিতিতে যদি স্বামী-স্ত্রীকে 'তালাক' শব্দ একই সঙ্গে তিন বার উচ্চারণ করে থাকে তাহলে তাদের বিবাহ নামক বন্ধন অচিরেই বিচ্ছেদের পর্যায়ে পৌঁছাবে এবং তখন থেকেই সেই স্ত্রী লোকটি তার স্বামীর জন্য আর বৈধ থাকে না বরং অবৈধ বলে বিবেচিত হয়। যেটা কোন প্রকারে ইসলামি অনুশাসন হতে পারে না বরং ইসলামি অনুশাসনের সম্পূর্ণ পরিপন্থি একটি ভ্রান্ত বিশ্বাস মাত্র। 'তালাক' সম্পর্কে মুসলিম সমাজের উপরোক্ত প্রথাগত ভ্রান্ত বিশ্বাস পত্র-পত্রিকা ও তাদের আচরণেই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত, যা সম্পূর্ণ রূপে শুধুমাত্র ভ্রান্ত ধারণা নয় বরং অযৌক্তিক। তবে একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, কোন ব্যক্তির আচরণ বা কোন মৌলবীর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তকে ইসলামি অনুশাসন বলতে হলে কোরআন ও হাদীস অনুযায়ী তার সত্যতা ও বাস্তবতা যাচাই করতে হবে যে সম্পর্কে পূর্বেই উল্লেখ করেছি। বিবাহ নামক পবিত্র একটি সামাজিক প্রথার মাধ্যমে মাধ্যমে শুধুমাত্র দুটি আত্মার মেল-বন্ধনই ঘটে না বরং দুটি পরিবার, দুটি গোত্র ও দুটি গ্রামের মধ্যে আত্মীয়তার সেতু-বন্ধন রচিত হয়। এটি সম্পূর্ণ রূপে সম্পন্ন হতে গেলে যেমন কয়েকটি পর্যায় অতিক্রম করে পৌঁছাতে হয়, ঠিক তেমনিভাবে 'তালাক' প্রদানের মাধ্যমে কেউ এই পবিত্র বন্ধন থেকে একান্ত বাধ্য হয়ে বিচ্ছিন্ন ও মুক্ত হতে চাইলেও প্রকৃতিগতভাবে কয়েকটি পর্যায় থাকা বাঞ্ছনীয়। সুতরাং স্বামীর পক্ষ হতে কেবল তিন তালাক উচ্চারিত হওয়ার মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর বিবাহ বিচ্ছেদ কোন ক্রমেই সঠিক সাব্যস্ত হতে পারে না। যেহেতু বিবাহ একটি পবিত্র বন্ধন আর আল্লাহর দৃষ্টিতে 'তালাক' যেহেতু সমস্ত বৈধ কর্মসমূহের মধ্যে নিকৃষ্টতম কর্ম সেই জন্য আল্লাহতা'লা ঐশী গ্রন্থ কোরআন মজীদে সর্বদা এই বন্ধনকে দীর্ঘস্থায়ী ও অটুট রাখার উদ্দেশ্যে কয়েকটি পন্থা অবলম্বন করেছেন যেগুলি সময়ের প্রেক্ষাপটে বর্ণনা করা একান্ত আবশ্যক।

প্রথম পর্যায়ে বর্ণনা করেছেন : যখন তোমরা স্ত্রীদের আবাধ্যতা আশঙ্কা কর তখন তাদের বোঝাও, সদুপদেশ দাও। যদি তারা বুঝে যায়, উপদেশ গ্রহণ করে তবে উত্তম। (সূরা নিসা : ৩৫)

দ্বিতীয় পর্যায়ে বলছেন যে, যদি তারা বোঝার চেষ্টা না করে বা অবাধ্যতায় অটল থাকে তাহলে তোমরা বিছানায় তাদের থেকে দূরে থাক। অর্থাৎ স্ত্রী সহবাস হতে বিরত থাক অথবা বিছানা পৃথক কর অথবা কথাবার্তা বন্ধ করে দাও (সূরা নিসা : ৩৫)। তবে হ্যাঁ স্মরণ রাখতে হবে এরূপ ব্যবস্থা কিন্তু সাময়িক মাত্র, অনির্দিষ্ট কালের জন্য নয়। কেননা কোরআনী নির্দেশ অনুসারে স্ত্রীকে দোদুল্যমান অবস্থায় রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। (সূরা নিসা : ১৩০)।

তৃতীয় পর্যায়ে প্রয়োজনে প্রহার করার কথাও বলা হয়েছে (সূরা নিসা : ৩৫)। তবে হ্যাঁ, এটাও স্মরণ রাখতে হবে যে, মহানবী (সাঃ) বলেছেন কোন মুসলমান যদি তাহার স্ত্রীকে অগত্যা প্রহার করতে বাধ্যই হয় তাহলে প্রহার এমন ভাবে করা উচিত যাতে তার (স্ত্রীর) গায়ে দাগ না পড়ে। (তিরমিযী, মুসলিম)। অনুরূপভাবে অন্য একটি হাদীসে হুজুর (সাঃ) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা উত্তম যে স্ত্রীর সহিত উত্তম ব্যবহার করে এবং আমি তোমাদের মধ্যে উত্তম কেননা আমি স্ত্রীর সহিত উত্তম ব্যবহার করি (তিরমিযী, ইবনে মাজা)। আরো বলেছেন যে, "যে স্বামী স্ত্রীকে প্রহার করে সে ভালো মানুষ নয় (কাসীর, ৩য় খণ্ড)।

চতুর্থ পর্যায়ে বলা হয়েছে যদি তোমরা তাদের উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদের (তালাক) আশঙ্কা কর তাহলে উভয়ের আত্মীয় স্বজনগণের মধ্য হতে একজন করে সালিস নিযুক্ত কর। অর্থাৎ আপোষ মীমাংসার চেষ্টা করা উচিত সালিসির মাধ্যমে। যদি তারা উভয়ে আপোষ করাতে চায় তাহলে আল্লাহ তাদের মধ্যে মিল করে দেবেন (সূরা নিসা : ৩৬)।

সূরা বাকারার ২৩০ নম্বর আয়াতে তালাকের (বিবাহ বিচ্ছেদ) পঞ্চম আর একটি বাধা বর্ণিত হয়েছে : যে ব্যক্তি বিচ্ছেদ কামনা করে, তাকে তিনবার পৃথক পৃথক ভাবে তিন মাসে তালাকের ঘোষণা করতে হবে। প্রত্যেকটি তালাকের ঘোষণা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, স্ত্রীর ঋতু মুক্তির সময়ে সহবাস না করা অবস্থায় উচ্চারিত হতে হবে। একই সময়ে পরপর তিনবার বা দুইবার তালাক অনুমোদন যোগ্য নয়। কোরআনে বর্ণিত 'মাররাতান' (দুইবার) শব্দ দ্বারা এটাই বোঝায় যে, দুটি ভিন্ন সময়ে এটা সংঘঠিত হতে হবে। একই সময়ে দুবার ঘটতে পারে না।

এখন প্রশ্ন হল যদি একই সঙ্গে তিন তালাক সঠিক বলে গণ্য হয় তাহলে বর্ণিত পর্যায়গুলিকে অস্বীকার করতে হবে যা একজন আস্তিক ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব।

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহতা'লা পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও স্ত্রীদের প্রতি দয়ালু ও সহানুভূতিশীল থাকার উপদেশ দান করেছেন (সূরা নিসা : ৩৭)।

সূরা বাকারার ২২৬ নম্বর আয়াতে আল্লাহতা'লা শপথ গ্রহণকারীদের সম্পর্কে বলেছেন, কসম গ্রহণ একটি গুরুগম্ভীর ব্যাপার। তথাপি অনেক লোকের বদ অভ্যাস আছে বিনা কারণেই অর্থহীন শপথ (কসম) করে, ঐ সব অনর্থক উদ্দেশ্যহীন কসম, অভ্যাসগত অনাহুত কসম কিম্বা রাগের মাথায় গৃহীত কসম কার্যকরী নয় এবং এর জন্য প্রায়শ্চিত্ত করার প্রয়োজন নেই। তিনি অতীব ক্ষমাশীল পরম সহিষ্ণু (সূরা বাকারা : ২৩০-২৩১)। অর্থাৎ কেউ যদি হঠাৎ করে রাগের বশবর্তী হয়ে চিন্তা ভাবনা না করে বা মদ্যপ অবস্থায় তালাক প্রদান করে তাহলে তা কোরাআনী দৃষ্টিতে কার্যকরী নয়।

এতক্ষণ পর্যন্ত কোরআনী আয়াত দ্বারা যতটুকু বর্ণনা করেছি আশা করি স্বাধীনচেতা নিরপেক্ষ পাঠকবর্গ এটুকু উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন যে, সংকল্প বিহীন (রাগের বশবর্তী হয়ে বা বদ অভ্যাসযুক্ত কসম) তালাকের কোন মূল্য নেই, তা একই সঙ্গে যতবার বলা হোক না কেন। শুধু তাই নয় একজন পুরুষকে তালাকের প্ল্যাটফর্ম পর্যন্ত পৌঁছাতে কতগুলি পর্যায় অতিক্রম করেই আসতে হয়, যা এক দীর্ঘ প্রক্রিয়া। প্রক্রিয়াটিকে লম্বা করার পিছনে যুক্তি হিসাবে বলা যেতে পারে একজন মানুষ যেন কারোর দ্বারা প্ররোচিত না হয়ে চিন্তা-ভাবনার অবকাশ পায় বা ভুল সংশোধনের সুযোগ পায় এবং সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে।

আর সংকল্প গৃহীত তালাকই যদি হয় তাও একই সঙ্গে একাধিক বার বললেও এক তালাক বলে গণ্য হবে। সেটি নিম্নোক্ত বর্ণনার মাধ্যমে স্পষ্ট রূপে প্রমাণিত।

সূরা 'তালাক' এর ২ নম্বর আয়াতে আল্লাহতা'লা বর্ণনা করেছেন হে নবী! যখন তোমরা স্ত্রীগণকে তালাক দাও তখন তাদেরকে নির্দ্ধারিত ইদ্দত (অপেক্ষার সময়) অনুযায়ী তালাক দাও এবং ইদ্দতকাল গণনা কর এবং তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর। তাদেরকে তাদের গৃহ হতে বের করে দিও না। এগুলি আল্লাহর নির্দ্ধারিত সীমা, যে আল্লাহর এই সীমা লঙ্ঘন করে বস্তুতঃ সে নিজের উপর জুলুম করে। তুমি জান না হয় তো আল্লাহ এর পর নতুন অবস্থার সৃষ্টি করে দেবেন (সূরা তালাক:২)।

পরবর্তী আয়াতে (সূরা তালাক : ৩) আল্লাহ্ বলেন, যখন তারা তাদের নির্দ্ধারিত ইদ্দতের (অপেক্ষাকাল) শেষ সীমায় উপনীত হয় তখন তোমরা তাদেরকে হয় ন্যায়সঙ্গত ভাবে রাখ অথবা তাদেরকে ন্যায়সঙ্গত ভাবে বিদায় করে দাও। এবং তোমাদের মধ্যে দুজন ন্যায়-পরায়ণ সাক্ষী রাখ।

এরপর আটের পাতায়.....

জুমআর খুতবা

২৩ শে মার্চ জামাতে আহমদীয়ার ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন। কেননা, এই দিনে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) যথারীতি বয়আতের মাধ্যমে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের গোড়াপত্তন করেছেন। তিনি (আ.)বলেন, হযরত মুহাম্মদ (সা.) যে আগমনকারী বা প্রতিক্ষিত মসীহ্ এবং মাহদীর আগমনের সংবাদ দিয়েছেন, সেই প্রতিশ্রুত ব্যক্তি হলাম আমি। তিনি বলেন, আমি প্রেরিত হয়েছি তৌহীদ বা একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করে মানব হৃদয়ে খোদা-প্রেম ও ভালোবাসা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে।

তারা চরম অন্যায়কারী, যারা বলে যে, তিনি এবং তাঁর মান্যকারীরা নাঊযুবিল্লাহ্, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মর্যাদা থেকে হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মর্যাদাকে হেয় এবং হীন গন্য করে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) -এর বাণী এবং তাঁর জীবনের ঘটনাবলীর মাধ্যমে তাঁর ঐশী প্রেমে, রসূল প্রেম এবং মানবজাতির প্রতি সহমর্মিতা সম্পর্কে অত্যন্ত প্রাঞ্জল বর্ণনা এবং এই প্রসঙ্গে জামাতের সদস্যদের দায়িত্বাবলী পালনের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ।

এসব কথা শোনা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে আপত্তি করে, সে যালেম, অজ্ঞ এবং নৈরাজ্যবাদী, এছাড়া আর কিছুই বলা যেতে পারে না। এদের বিষয় আমরা আল্লাহ্ তা'লার হাতে সোপর্দ করছি ।

একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা এবং মহানবী (সা.)-এর পবিত্র মর্যাদা ও মাকাম স্পষ্ট করে পৃথিবীকে তাঁর পতাকাতলে সমবেত করার পাশাপাশি মানবাধিকার প্রদান এবং খোদার সৃষ্টির প্রতি স্নেহশীলতার প্রকৃত মর্ম স্পষ্ট করা ও এর উপর প্রতিষ্ঠিত করাও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রেরিত হওয়ার উদ্দেশ্য।

তাঁর মিশন ও উদ্দেশ্যকে নিশ্চিহ্ন এবং নির্মূল করার জন্য অনেক মুসলমান আলেম অপচেষ্টা করেছে। নামধারী অগণিত আলেম তাঁর বিরোধিতা করেছে, তাঁর বিরুদ্ধে কুফরি ফতোয়া দিয়েছে এবং আজ পর্যন্ত সেই ধারা অব্যাহত আছে। এ কারণেই পৃথিবীর বিভিন্ন মুসলিম দেশে আমাদের বিরোধিতা হয়। এটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর শিক্ষারই প্রভাব যে,আজও এসব বিরোধীদের অপকর্মের প্রত্যুত্তরে তাদের বিরোধিতায় আমরা নৈতিক মানকে বিসর্জন দিই না এবং আইন হাতে তুলে নিই না। হায়! এরা যদি বুঝতো যে, হযরত মির্যা গোলাম আাহমদ কাদিয়ানী (আ.)-ই এ যুগের হাকাম ও আদাল মসীহ্ এবং মাহদী। ইসলাম প্রচার এবং একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা আর মহানবী (সা.)-এর সত্যিকার রাজত্ব, যা ভূপৃষ্ঠে নয় বরং মানব হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে, তা মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং তাঁর জামা'তের মাধ্যমেই হবে, কোন তরবারি, বন্দুক বা কোন শক্তিবলে নয় বা সন্ত্রাস করে নয়,আর ইসলামের নামে নিরীহ মানুষকে হত্যা করে নয়।

ইউরোপে ইসলামের নামে যে সমস্ত ঘটনাবলী ঘটছে, বিভিন্ন ব্যক্তি বা সংগঠন যার জন্য দায়ী। অথবা লন্ডনে দুই দিন পূর্বে নির্দয়ভাবে যে নিরীহ এবং নিষ্পাপ লোকদেরকে হত্যা করা হয়েছে, পথিকদের উপর গাড়ি চড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, একজন পুলিশকে হত্যা করা হয়েছে, এই সবকিছুর কারণ হল, এসব নামধারী আলেমরা মানুষকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করে। ইসলামের চিত্তাকর্ষক শিক্ষাকে হৃদয়ে গ্রথিত না করে বরং অন্যায় এবং বর্বরতাকে তাদের হৃদয়ে গ্রথিত করেছে।

হত্যা, নিরীহ লোকদের প্রাণহানী, আর খুনোখুনির যে ঘটনা ঘটছে, এমন অপকর্মকে যথাযথভাবে সর্বত্র খণ্ডন করতে হবে। এর বিরুদ্ধে আওয়াজ উত্তোলন করতে হবে। আর প্রভাবিত লোকদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনও আমাদের দায়িত্ব।

আল্লাহ্ তা'লার মসীহ্র লাগানো এই বীজ খোদা তা'লার ফযলে ফুল-ফল বহন করছে আর বিস্তার লাভ করছে। আমাদেরকে যদি এর জীবন্ত এবং সবুজ শাখা-প্রশাখা হতে হয় তাহলে আমাদের কাজ হবে, যেমনটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর রচনা এবং বক্তৃতা থেকে প্রমাণিত যে, খোদা-প্রেম ও রসূল-প্রেমএবং নিজেদের কর্ম, আর মানবজাতির প্রতি সহানুভূতি ও ভালোবাসা প্রদর্শনে আমরা যেন এমন হই যে, আমাদের প্রতিটি কর্মে তার প্রকাশ ঘটবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করুন

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে প্রদত্ত ২৪ শে মার্চ , ২০১৭, এর জুমুআর খুতবা (২৪ আমান, ১৩৯৬ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: গতকাল ২৩ মার্চ ছিল। আর আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ইতিহাসে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন। কেননা, এই দিনে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) যথারীতি বয়আতের মাধ্যমে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের গোড়াপত্তন করেছেন। তিনি (আ.)বলেন, হযরত মুহাম্মদ (সা.) যে আগমনকারী বা প্রতিক্ষিত মসীহ্ এবং মাহদীর আগমনের সংবাদ দিয়েছেন, সেই প্রতিশ্রুত ব্যক্তি হলাম আমি। তিনি বলেন, আমি প্রেরিত হয়েছি তৌহীদ বা একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করে মানব হৃদয়ে খোদা-প্রেম ও ভালোবাসা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে।

তিনি আরো বলেন, "পৃথিবীর বিভিন্ন জনবসতিতে বসবাসকারী আত্মাদের মাঝে, তা ইউরোপ হোক বা এশিয়া, নেক প্রকৃতির অধিকারী সকলকে একত্ববাদের দিকে আকৃষ্ট করা এবং নিজ বান্দাদেরকে এক-অদ্বিতীয় ধর্মে সমবেত করাই হল আল্লাহ্ তা'লার উদ্দেশ্য, যা বাস্তবায়নের জন্য আমি পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছি। অতএব তোমরা এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজে নিয়োজিত হও। কিন্তু কোমলতা, নমনীয়তা, উত্তম চরিত্র এবং দোয়ার উপর জোর দেওয়ার মাধ্যমে তা সাধন করতে হবে।"

(আল-ওসীয়্যত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃষ্ঠা: ৩০৬-৩০৭)

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, এই মাকাম এবং এই মর্যাদা আমি মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আনুগত্য এবং তাঁর প্রতি অকৃত্রিম ও প্রকৃত ভালোবাসার কল্যাণে লাভ করেছি। তাই সারা পৃথিবীর জন্য আমার বাণী

হল, এই রসূলকে (সা.) ভালোবাস এবং তাঁর অনুসরণ কর। কেননা, এর মাধ্যমেই আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক বন্ধন গড়ে উঠবে এবং তোমরা প্রকৃত অর্থে একত্ববাদী ও এক খোদার ইবাদতকারী গণ্য হবে।

তিনি বলেন, "সমগ্র আদম সন্তানের জন্য মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) ছাড়া কোন শাফায়াতকারী এবং রসূল নেই। তাই তোমরা এই মহা সম্মানিত এবং প্রতাপান্বিত রসূলকে প্রকৃত অর্থে ভালোবাসার চেষ্টা কর এবং অন্য কাউকে তাঁর উপর কোন অর্থে প্রাধান্য দিবে না, যেন ঊর্ধ্বলোকে তোমরা পরিত্রাণপ্রাপ্ত লোকদের তালিকাভুক্ত হতে পার। স্মরণ রেখ, পরিত্রাণ কেবল তা-ই নয় যা মৃত্যুর পর প্রকাশ পায়। বরং প্রকৃত পরিত্রাণ হল সেটি, যা এই পৃথিবীতেই স্বীয় জ্যোতিঃ প্রকাশ করে। মুক্তিপ্রাপ্ত কে? সে, যে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ্ তা'লা পরম সত্য। আর মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) খোদা এবং সমগ্র সৃষ্টির মাঝে মধ্যবর্তী যোজক। এখন আকাশের নিচে তাঁর সমপর্যায়ের অন্য কোন রসূল নেই আর কুরআনের সমমানের বা সমপর্যায়ের কোন গ্রন্থ নেই। অন্য কারো জন্য খোদা তা'লা চান নি যে, সে চিরঞ্জীব হোক, কিন্তু এই মনোনীত এবং সম্মানিত নবী হলেন চিরঞ্জীব।"

(কিশতিহ্ নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃষ্ঠা: ৩০৬-৩০৭)

এটি হল মহানবী (সা.)-এর প্রতি সেই মর্যাদা এবং ভালোবাসা, যা তিনি সবসময় প্রকাশ ও প্রচার করে আসছেন। আর স্বীয় মান্যকারীদেরকেও নসীহত করেছেন, তারা যেন এই মর্যাদা এবং এই মাকামকে দৃষ্টিতে রাখে। তারা চরম অন্যায়কারী, যারা বলে যে, তিনি এবং তাঁর মান্যকারীরা নাঊযুবিল্লাহ্, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মর্যাদা থেকে হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মর্যাদাকে হেয় এবং হীন গন্য করে। আজকাল আরবদেশসমূহেও আহমদীদের উপর এই অপবাদই আরোপ করা হচ্ছে। আর এই অভিযোগেই তাদেরকে কারাগারে পাঠানো হচ্ছে। এমনকি এখন তো মহিলারাও তাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাচ্ছে না এবং তাদের বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা হচ্ছে। আর বেশ কয়েক ঘন্টা সফর করিয়ে কয়েক মাস বয়সের দুধের শিশুদের সাথে মহিলাদের অন্য শহরে টানা-হেঁচড়া করা হয়, আর মামলা দায়ের করা হয় এবং জেলে পাঠানো হয়। কিন্তু সেই সব মহিয়সী নারীরা সেখান থেকে আমাকে এই বার্তাই প্রেরণ করছেন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে আমরা গ্রহণ করেছি, আর এই মানার পরই আমরা প্রকৃত একত্ববাদ আর মহানবী (সা.)-এর পবিত্র মর্যাদা এবং তাঁর প্রতি সত্যিকার ভালোবাসার প্রকৃত মর্ম অনুধাবন করতে পেরেছি। আমরা কিভাবে নিজেদের ঈমান থেকে বিচ্যুত হতে পারি?

যেখানে আমরা এই দোয়া করি যে, আল্লাহ্ তা'লা এসব আহমদীর জন্য সহজসাধ্যতা সৃষ্টি করুন, সেখানে আমাদের এই দোয়াও থাকবে যে, খোদা তা'লা মুসলমানদেরকে মহানবী (সা.)-এর নিবেদিত-প্রাণ প্রেমিককে গ্রহণ করার তৌফিক দান করুন,যিনি খোদা প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুসারে তৌহীদ প্রতিষ্ঠা এবং ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করতে এসেছেন। খোদা-প্রেম এবং তৌহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর ব্যাকুলতার একটি চিত্র তাঁরই ভাষায় তুলে ধরছি।

আল্লাহ্ তা'লাকে সম্বোধন করে তিনি (আ.) বলেন যে, "দেখ! আমার আত্মা শতভাগ তোমার উপর নির্ভর করে তোমারই ভরসায় এমনভাবে উড্ডয়নরত রয়েছে যেভাবে পাখি নিজ আবাসের দিকে ফিরে আসে। অতএব আমি তোমার পবিত্র শক্তিমত্তার নিদর্শন দেখার বাসনা রাখি, কিন্তু তা আমার নিজের জন্য নয় এবং আমার নিজের সম্মানের জন্য নয়, বরং যেন মানুষ তোমাকে চিনতে পারে এবং তোমার পবিত্র পথ অবলম্বন করে, আর যাকে তুমি পাঠিয়েছ তাকে মিথ্যাবাদী বলে প্রত্যাখ্যান করে হেদায়াত থেকে বিচ্যুত না হয়ে যায়। তিনি বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি আমাকে পাঠিয়েছ, আর আমার সমর্থনে বড় বড় নিদর্শন প্রকাশ করেছ। এমনকি চন্দ্র-সূর্যকে তুমি নির্দেশ দিয়েছ যেন রমযানে ভবিষ্যদ্বাণীর তারিখ অনুসারে গ্রহণ লাগে।..... আমি তোমাকে চিনি এবং জানি যে, তুমিই আমার খোদা। তাই আমার আত্মা তোমার পবিত্র নামে সেভাবে উথলে উঠে, যেভাবে মাকে দেখে দুগ্ধপায়ী শিশু উথলে উঠে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ আমাকে সনাক্ত করে নি এবং গ্রহণও করে নি।"

(তিরইয়াকুল কুলুব, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৫, পৃষ্ঠা: ৫১৫)

এ কথার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি তাঁর (আ.) ভালোবাসা এবং খোদার মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাকুলতা যেমন পরিলক্ষিত হয়, তেমনই মানবতাকে রক্ষা করার জন্য তাঁর মাঝে যে উৎকণ্ঠা রয়েছে তাও পরিদৃষ্ট হয়। আর কেনই বা হবে না, তিনিই তো শেষ যুগে রসূলে করীম (সা.)-এর দাসত্বে হৃদয়ে খোদা-প্রেম প্রতিষ্ঠাকারী ছিলেন। আর শুধু প্রতিষ্ঠাকারীই নয়, বরং খোদার ভালোবাসায় তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ নিমজ্জিত। তিনি (আ.) কতটা ব্যাকুল ছিলেন যে, খোদা প্রেমের এই স্ফুলিঙ্গযেন অন্যদের হৃদয়েও সৃষ্টি হয় বা প্রজ্বলিত হয়! এ সম্পর্কে তিনি আরো বলেন-

" কত হতভাগা সেই ব্যক্তি, যে আজ পর্যন্ত এটি জানে না যে, তার এক খোদা আছেন যিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান। আমাদের খোদা-ই আমাদের বেহেশ্ত, আমাদের খোদার মাঝেই আমাদের সুমহান আনন্দ ও স্বাদ। কেননা, আমরা তাঁকে দেখেছি এবং এক অপার সৌন্দর্য তাঁর মাঝে পেয়েছি। প্রাণের বিনিময়ে হলেও এই সম্পদ গ্রহণের যোগ্য, আর পুরো সত্তা বিসর্জন দিয়ে হলেও এই মণি-মুক্তা ক্রয় করার যোগ্য। হে হতভাগারা! এই প্রস্রবণের দিকে ধাবিত হও, কেননা এটি তোমাদেরকে পরিতৃপ্ত করবে। এটি জীবনের প্রস্রবণ,যা তোমাদেরকে রক্ষা করবে। আমি কী করব? আর কীভাবে এই শুভ সংবাদ হৃদয়ে গ্রথিত করব? কোন ঢোল পিটিয়ে বাজারে এই ঘোষণা করব যে, ইনিই তোমাদের খোদা, যেন মানুষ শুনতে পায়। আর কোন ঔষধ দ্বারা আমি চিকিৎসা করব, যেন শোনার জন্য মানুষের কান খোলে।"

(কিশতিহ্ নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃষ্ঠা: ২১-২২)

এই শব্দগুলোর মাঝে কত গভীর বেদনা অন্তর্নিহিত রয়েছে! বরং বলা উচিত, প্রতিটি শব্দে বেদনার বহু দিক প্রচ্ছন্ন রয়েছে। প্রতিটি শব্দের বেশ কিছু পরত রয়েছে, আর প্রতিটি পরতে অন্তর্নিহিত আছে বেদনা। আর প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় বুদ্ধি এবং ধারণা অনুসারে এর গভীরে পৌঁছতে পারে। কিন্তু স্বীয় সামর্থ্য অনুসারে প্রত্যেক ব্যক্তি যে পর্যায়েই পৌঁছবে বা উপনীত হবে, আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে তার অসাধারণ উন্নতি এবং অগ্রগতি হবে। পুনরায় খোদা তা'লার ইবাদত এবং খোদার প্রতি ভালোবাসা সম্পর্কে নসীহত করতে গিয়ে তিনি বলেন-

"তোমরা যদি খোদার হয়ে যাও, তাহলে নিশ্চিত জেনো যে, খোদা তোমাদেরই। তোমরা ঘুমন্ত থাকবে, আর খোদা তা'লা তোমাদের জন্য বিনিদ্র থাকবেন। তোমরা শত্রু সম্পর্কে থাকবে উদাসীন, আর খোদা তা'লা তাদের উপর সজাগ দৃষ্টি রাখবেন এবং তাদের ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করবেন। তোমরা এখনো জানো না যে, তোমাদের মহান খোদার মাঝে কত অসাধারণ শক্তিমত্তা অন্তর্নিহিত আছে। যদি তোমরা জানতে, তাহলে তোমরা এই পৃথিবীর জন্য চরম দুঃখ ভারাক্রান্ত হবে, এমন একটি দিনও আসতো না। যে ব্যক্তির কাছে এক বিশাল ধন-ভান্ডার রয়েছে,সে কী একটি কানাকড়ি নষ্ট হলে ক্রন্দন করে এবং হা-হুতাশ করে আর ধ্বংস হয়? এই ধন-ভান্ডার সম্পর্কে তোমরা যদি অবহিত হতে যে, খোদা তোমাদের প্রতিটি প্রয়োজনের মুহূর্তে কাজে আসবেন তাহলে এই বস্তুজগতের জন্য এত হা-হুতাশ করতে না। খোদা এক মহান ভান্ডার। তাঁকে মূল্যায়ন কর, কেননা তিনি প্রতিটি পদক্ষেপে তোমাদের সাহায্যকারী। তিনি ব্যতীত তোমরা কিছুই নও। তোমাদের উপায়, উপকরণ এবং তোমাদের পরিকল্পনাও কোন কাজের নয়। তোমরা ভিন জাতির অন্ধ অনুকরণ করো না যারা সম্পূর্ণভাবে উপায় উপকরণের দাসত্ব করছে(বস্তুবাদিতা এবং জাগতিকতা ছাড়া তাদের মাঝে আর কিছুই নেই)। যেভাবে সাপ মাটি খায়, তারাও হীন উপায় উপকরণের মাটিতেই পেট ভরেছে। যেভাবে শকুন এবং কুকুর মৃত প্রাণীর মাংস খেয়ে থাকে, তারাও সেই মৃত লাশের পিছনেই ছুটছে। তারা খোদা থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। "

তিনি বলেন, "ভারসাম্য বজায় রেখে উপায়-উপকরণ ব্যবহারে আমি তোমাদের নিষেধ করি না (অর্থাৎ কাজ করা এবং বিভিন্ন জাগতিক উপায়-উপকরণ ব্যবহার করতে আমি নিষেধ করি না), বরং আমি ভিন জাতির মত তোমাদেরকেও সম্পূর্ণভাবে উপায়-উপকরণের বান্দায় পরিণত হতে নিষেধ করি আর সেই খোদাকে ভুলতে নিষেধ করি যিনি উপায়-উপকরণের স্রষ্টা। (অর্থাৎ বিভিন্ন উপায় উপকরণ এবং জাগতিক বস্তু আল্লাহ্ তা'লাই সরবরাহ করেন। সেগুলোর পিছনে ছুটো না। বরং খোদার সত্তায় দৃষ্টি রাখ যিনি এসব জিনিস সৃষ্টি করেছেন)। তিনি বলেন, যদি চোখ থাকে তাহলে তোমরা দেখবে যে, খোদাই সবকিছু, আর অন্য সবকিছু তুচ্ছ। "

(কিশতিহ্ নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃষ্ঠা: ২১-২২)

অতএব এই হল আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক যা আমাদের প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তিনি (আ.) নিজের মান্যকারীদের কাছে এই প্রত্যাশা রাখেন যে, তারা যেন এই মানে উপনীত হয়।

আমি যেমনটি এখনই উল্লেখ করেছি যে, একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা এবং ইসলামের পুনরুজ্জীবনের কাজ তাঁর (আ.) লাভ হয়েছে মহানবী (সা.)-এর দাসত্ব ও অনুসরণে এবং তাঁর (সা.) প্রতি প্রেম ও ভালোবাসার কল্যাণে। এই প্রেম, প্রীতি আর ভালোবাসার দৃষ্টান্ত তাঁর পবিত্র সত্তায় কীভাবে পরিলক্ষিত হয় এ সংক্রান্ত অগণিত দৃষ্টান্ত বা ঘটনা রয়েছে। এক বর্ণনাকারী একটি ঘটনা তুলে ধরতে গিয়ে বলেন যে, একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মসজিদে মোবারকে একা পায়চারী করছিলেন এবং গুনগুনিয়ে কিছু বলছিলেন। আর একই সাথে তাঁর পবিত্র চোখ থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হচ্ছিল। সেই ব্যক্তি যখন বললেন যে, কোন বেদনা হুযূরকে দুঃখ ভারাক্রান্ত করছে, তখন হুযূর বলেন যে, আমি হযরত হাস্সান বিন সাবেত (রা.)-এর সেই পঙ্ক্তি পড়ছিলাম যা তিনি মহানবী (সা.)-এর বিয়োগ বেদনায় ব্যথিত হয়ে লিখেছিলেন। সেই পঙ্ক্তি হল,

كُنْتَ السَّوَادَ لِنَاظِرِيْ فَعَمِيَ عَلَيْكَ النَّاظِرُ

مَنْ شَاءَ بَعْدَكَ فَلْيَمُتْ فَعَلَيْكَ كُنْتُ أُحَاذِرُ

অর্থাৎ হে আল্লাহ্‌র প্রিয় রসূল, আপনি আমার নয়নের মনি ছিলেন। আপনার ইন্তেকালে আমার সেই দৃষ্টি শক্তি আজ হারিয়ে গেছে। এখন যে ইচ্ছা মারা যাক। আমার তো কেবল আপনার মৃত্যু নিয়ে ভয় ছিল, যা ঘটে গেছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, এই পঙ্ক্তি পড়ার সময় আমার হৃদয়ে এই বাসনা গভীরভাবে জাগ্রত হয় যে, হায়! এই পঙ্ক্তি যদি আমার মুখ থেকে নিঃসৃত হতো। এই পঙ্ক্তি পড়তে গিয়ে তাঁর চোখ থেকে অঝরে অশ্রু প্রবাহিত হওয়া তাঁর পবিত্র হৃদয়ের চিত্রের প্রতিফলন ছিল। অতএব এমন প্রেম এবং ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশের ধারে কাছেও সে সমস্ত ব্যক্তিরা আসতে পারে না যারা এই অপবাদ আরোপ করে যে, তিনি (আ.) নাউযুবিল্লাহ্, মহানবী (সা.) থেকে নিজেকে পদমর্যাদায় বড় মনে করতেন।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) গভীর বেদনাঘন ভাষায় তাঁর (আ.) হৃদয়ের এই চিত্র এইভাবে তুলে ধরেছেন যে, সেই ব্যক্তি, যিনি সকল প্রকার কঠোরতা এবং সঙ্কীর্ণতার সম্মুখীন হয়েছেন, যার বিরুদ্ধে বিরোধিতার বহু তুফান বয়ে গেছে, যিনি অগণিত কষ্ট এবং বেদনার সম্মুখীন হয়েছেন, যার বিরুদ্ধে হত্যার মামলা হয়েছে, যিনি নিজের প্রিয়জন, নিকটাত্মীয়, সন্তান-সন্ততি এবং বন্ধুদের মৃত্যুর দৃশ্যও দেখেছেন, কিন্তু তাঁর কাছের মানুষ কখনো তাঁর চেহারায় এবং চোখে তাঁর হৃদয়ের আবেগ-অনুভূতির প্রকাশ লক্ষ্য করে নি। কিন্তু যখন রসূল প্রেমের প্রশ্ন আসে, তাঁর চোখ থেকে বন্যার মত অশ্রুধারা বয়ে যায়।

(সীরাত তাইয়েবা, রচয়িতা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব পৃষ্ঠা: ২৮-৩০ থেকে সংগৃহিত)

তাঁর রচনা এবং বক্তৃতায় অগণিত স্থানে রসূলে করীম (সা.)-এর প্রতি তাঁর প্রেম এবং ভালোবাসার দৃষ্টান্ত দেখা যায়। একবার মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সত্তা সম্পর্কে ইসলাম বিরোধীদের হাসিঠাট্টা এবং তিরস্কার মূলক কথা শুনে নিজের হৃদয়ের চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, "কোন জিনিস কখনো আমার হৃদয়কে ততটা ক্ষত-বিক্ষত করে নি যতটা এদের হাসি-তিরস্কার করেছে, যা তারা আমাদের মহানবী (সা.) সম্পর্কে করে থাকে। সর্বশ্রেষ্ঠ মানব সম্পর্কে তাদের মর্মপীড়াদায়ক তির্যক মন্তব্য আমার হৃদয়কে গভীরভাবে ক্ষত-বিক্ষত করে রেখেছে। খোদার কসম, আমার সকল সন্তান-সন্ততি, তাদের সন্তান-সন্ততি, আমার সকল বন্ধু, আমার সকল সাহায্যকারী ও সহায়কদেরও যদি আমার চোখের সামনে এক এক করে হত্যা করা হয়, আর আমার নিজের হাত পা কেটে ফেলা হয় এবং আমার চোখের পুতলি যদি উৎপাটন করা হয়, আর আমার সকল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য থেকে আমাকে যদি বঞ্চিত করা হয় এবং আমার সকল সুখ আর আনন্দ ও স্বাচ্ছন্দ্য যদি আমি হারিয়ে বসি, এই সবকিছুর চেয়ে আমার জন্য বেশি অসহনীয় বেদনা হল মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সত্তায় এভাবে হামলা করা। অতএব হে আমাদের স্বর্গীয় মুনীব! তুমি আমাদের প্রতি তোমার করুণা এবং সাহায্যের দৃষ্টি দাও, আর এই ভয়াবহ পরীক্ষা থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর। "

(আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা: ১৫)

কেউ আছে কি, যে এমন আবেগের বহিঃপ্রকাশ করতে পারে? প্রেম এবং ভালোবাসার দাবিকারক অনেকেই আছে। রসূলের সম্মান এবং খতমে নবুয়্যতের নামে নৈরাজ্য, হত্যা আর খুনাখুনি করার মত অনেকেই আছে। কিন্তু মহানবী (সা.)-এর পবিত্র মর্যাদা পৃথিবীর সামনে তুলে ধরার জন্য, আর ইসলাম এবং কুরআনকে পৃথিবীতে প্রচারের জন্য কী চেষ্টা তারা করেছে? তাঁর (আ.) এই শব্দগুলো শুধু বুলি-সর্বস্ব নয়, বরং তাঁর সাথে সম্পর্ক স্থাপনকারীরাও এবংঅন্যরাও এইসাক্ষ্য দেয় যে, মহানবী (সা.)-এর প্রতি তাঁর প্রেম এবং ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ তাঁর হৃদয়ের প্রতিটি ধ্বনি এবং তাঁর প্রতিটি কর্ম থেকে প্রমাণিত হয়। অতএব এই বিষয়টি প্রকাশ করতে গিয়ে অমৃতসরের 'ওয়াকিল' পত্রিকা, যা অআহমদীদের একটি পত্রিকা, তাঁর (আ.) ইন্তেকালে লিখেছে যে,তাঁর (আ.) কতক বিশ্বাসের সাথে ভয়াবহ বিরোধ সত্ত্বেও মির্যা সাহেবের মৃত্যু এবং তাঁর চির-বিয়োগ মুসলমানদেরকে, হ্যাঁ, আলোকিত চিন্তা ধারার অধিকারী মুসলমানদেরকে এই উপলব্ধি করিয়েছে যে, তাদের এক মহান ব্যক্তিত্ব তাদেরকে ছেড়ে চলে গেছেন। আর একইসাথে ইসলাম বিরোধীদের প্রতিদ্বন্দীতায় ইসলামের সেই অসাধারণ প্রতিরোধ, যা তাঁর সত্তার সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল, তারও অবসান ঘটেছে। আরো বলা হয়েছে,আজ যখন মির্যা সাহেব আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন, তাঁর সাহিত্যের গুরুত্ব ও মর্যাদা আমাদেরকে আন্তরিকভাবে স্বীকার করতে হয়। এটি আরো লিখে যে, ভবিষ্যতে আমাদের প্রতিরোধের ধারা যতই বিস্তৃত হোক না কেন, অর্থাৎ ইসলামের পক্ষ থেকে প্রতিরোধের ধারা যতই বিস্তৃত হোক না কেন, মির্যা সাহেবের রচনাবলী কোনভাবেই উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। "(সীরাত তাইয়েবা, রচয়িতা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব পৃষ্ঠা: ৪৫-৪৬ থেকে সংগৃহিত)তাঁর রচনাবলী ছাড়া ইসলামের পক্ষে প্রতিরোধ গড়ে তোলা অসম্ভব।

অতএব এই সবকিছু তিনি ইসলামকে খোদার শেষ ধর্ম, আর সম্পূর্ণ ও উৎকর্ষ এবং পরিপূর্ণ ধর্ম প্রমাণের জন্য করেছেন। আর মহানবী (সা.)-এর প্রতি প্রেম এবং ভালোবাসার কারণে তাঁর পবিত্র মর্যাদার স্বীকৃতি আদায়ের জন্য করেছেন যে, প্রকৃত পদমর্যাদার অধিকারী তিনিই। সারা পৃথিবী এবং পৃথিবীর সকল ধর্মের সামনে এটি স্পষ্ট করেছেন যে, মুহাম্মদ (সা.)-এর ধর্মতুল্য আর কোন ধর্ম নেই।

মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি তাঁর (আ.) প্রেম এবং ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশকে আপত্তিকারীদের পড়া উচিত এবং তা নিয়ে চিন্তা করা উচিত। নতুবা শুধু আপত্তির খাতিরে আপত্তি করা অজ্ঞতার পরিচায়ক। এক বিশ্বস্ত শিষ্য এবং এক কৃতজ্ঞ সেবক বা ভৃত্যের ন্যায় তিনি সবসময় বলতেন যে, সবকিছু আমার মনিব মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.)-এর কল্যাণে এবং তাঁর আনুগত্যের ফলে লাভ হয়েছে। এর বহিঃপ্রকাশ করতে গিয়ে এক জায়গায় তিনি (আ.) বলেন, "আমি সেই খোদার কসম খেয়ে বলছি, যেভাবে ইব্রাহীমের সাথে তিনি কথা বলেছেন এবং একইভাবে ইসহাক, ইসমাঈল, ইয়াকূব, ইউসুফ, মূসা ও মসীহ্ ইবনে মরিয়মের সাথে বলেছেন, আর সবার শেষে আমাদের প্রিয় মনিব মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে এমনভাবে কথা বলেছেন বা বাক্যালাপ করেছেন যে, তাঁর উপর সবচেয়ে বেশি জ্যোতির্মণ্ডিত এবং পবিত্র ওহী নাযেল করেছেন। অনুরূপভাবে তিনি আমাকেও তাঁর কথোপকথন ও বাক্যালাপে সম্মানিত করেছেন। কিন্তু এই সম্মান আমি সম্পূর্ণভাবে মহানবী (সা.)-এর আনুগত্যের কল্যাণে লাভ করেছি। যদি আমি মহানবী (সা.)-এর উম্মত না হতাম, তাঁর দাসত্ব এবং আনুগত্য আর অনুসরণ না করতাম, তাহলে আমার নেক কর্ম পৃথিবীর পর্বতমালার সমান হলেও আমি কখনো কথোপকথন এবং বাক্যালাপের এই সম্মান লাভ করতে পারতাম না।"

(তাজাল্লিয়াতি ইলাহি, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃষ্ঠা: ৪১১-৪১২)

এসব কথা শোনা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে আপত্তি করে, সে যালেম, অজ্ঞ এবং নৈরাজ্যবাদী, এছাড়া আর কিছুই বলা যেতে পারে না। এদের বিষয় আমরা আল্লাহ্ তা'লার হাতে সোপর্দ করছি যারা বড় বড় আলেম সেজে ঘুরে বেড়ায়।

একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা এবং মহানবী (সা.)-এর পবিত্র মর্যাদা ও মাকাম স্পষ্ট করে পৃথিবীকে তাঁর পতাকাতলে সমবেত করার পাশাপাশি মানবাধিকার প্রদান এবং খোদার সৃষ্টির প্রতি স্নেহশীলতার প্রকৃত মর্ম স্পষ্ট করা ও এর উপর প্রতিষ্ঠিত করাও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রেরিত হওয়ার উদ্দেশ্য। তাই তিনি (আ.) বয়আতের শর্তাবলীর মাঝেও এটিকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। বরং দু'টো শর্ত সরাসরি এই প্রেক্ষাপটে রয়েছে। চার নম্বর শর্তে তিনি বলেন, "বয়আতকারী এই অঙ্গীকার করবে যে, সাধারণভাবে সমগ্র সৃষ্টিকে আর বিশেষ করে মুসলমানদেরকে রিপুর তাড়নার বশবর্তী হয়ে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না, মৌখিকভাবেও নয়, হস্ত দ্বারাও নয়, আর অন্য কোনভাবেও নয়।"

পুনরায় নবম শর্ত হল, "সম্পূর্ণভাবে খোদার সন্তুষ্টির জন্য সাধারণ সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি ও সহমর্মিতায় নিয়োজিত থাকবে,আর যথাসাধ্য

খোদা প্রদত্ত শক্তি-বৃত্তি এবং নিয়ামতরাজির মাধ্যমে মানবজাতির কল্যাণ সাধন করবে। " (ইযালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা: ৫৬৪)

এ সংক্রান্ত ইসলামী শিক্ষার কথা তুলে ধরতে গিয়ে তিনি বলেন, "ধর্মের দু'টি মাত্র অংশ রয়েছে। একটি হল খোদা তা'লাকে ভালোবাসা, অপরটি হল মানব জাতিকে এতটা ভালোবাসা যে, তাদের সমস্যাকে নিজের সমস্যা মনে করা এবং তাদের জন্য দোয়া করা।"

(নাসীমে দাওয়াত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃষ্ঠা: ৪৬৪)

পুনরায় তিনি বলেন, ইসলামী শিক্ষা অনুসারে ধর্ম এবং ইসলামের অংশ কেবল দু'টো। অথবা এভাবে বলা যায় যে, এই শিক্ষা দু'টো মহান উদ্দেশ্য সম্বলিত। প্রথমত, এক খোদাকে এমনভাবে চেনা বা জানা যেন তিনি চোখের সামনে বিদ্যমান এবং তাঁকে ভালোবাসা। তাঁর সত্যিকার আনুগত্যে নিজের সত্তাকে নিয়োজিত করা, যেমনটি কি'না আনুগত্য এবং ভালোবাসার শর্ত রয়েছে। আর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল তাঁর বান্দাদের সেবা এবং সহমর্মিতায় নিজের সকল শক্তি-বৃত্তি এবং সামর্থ্যকে নিয়োজিত করা আর বাদশাহ থেকে আরম্ভ করে তুচ্ছাতিতুচ্ছ অনুগ্রহকারী মানুষের প্রতিও কৃতজ্ঞতা এবং অনুগ্রহের মাধ্যমে বিনিময় প্রদান করা।"

(তোহফা কাইসেরিয়া, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা: ২৮২)

অতএব এই হল সেই শিক্ষা, যা খোদার প্রতি ভালোবাসার পর সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শনের নির্দেশ দেয়। কিংবা এভাবে বলা যায় যে, খোদার ভালোবাসার কারণে তাঁর সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শনের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে।

এই বিষয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নিজের ব্যবহারিক অবস্থা কেমন ছিল, আর তিনি কীভাবে এর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, এর বহিঃপ্রকাশ করতে গিয়ে এক জায়গায় তিনি বলেন, "আমি সকল মুসলমান, খ্রিষ্টান, হিন্দু আর আর্যদের সামনে এটি স্পষ্ট করতে চাই যে, পৃথিবীতে আমার কোন শত্রু নেই,অর্থাৎ আমি তাদেরকে বা আমার কোন বিরোধীকে শত্রু মনে করি না। আমি মানব জাতিকে সেভাবেই ভালোবাসি যেভাবে এক স্নেহশীলা মা নিজ সন্তান-সন্ততিকে ভালোবাসেন, বরং আরো বেশি ভালোবাসি। আমি কেবল সেসব মিথ্যা বিশ্বাসের শত্রু, যার ফলে সত্যের হানি হয়। মানব জাতির প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন আমার জন্য আবশ্যক। আর মিথ্যা, শির্ক, অন্যায় আর সকল অপকর্ম এবং অবিচার আর চরিত্রহীনতার প্রতি ঘৃণা ও বিতশ্রদ্ধতা হল আমার রীতি।"

(আরবাঈন, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৭, পৃষ্ঠা: ৩৪৪)

পুনরায় এক জায়গায় তিনি (আ.) বলেন, "এটি জানা কথা যে, সব কিছু স্ব-শ্রেণি এবং স্বজাতির প্রতি ভালোবাসা রাখে,এমনকি যদি কোন স্বার্থ বাদ না সাধে, তাহলে এক পিপড়াও অপর পিপড়াকে ভালোবাসে। অতএব, যে ব্যক্তি খোদা তা'লার দিকে ডাকে (তিনি খোদার দিকে মানুষকে ডাকছিলেন) তার জন্য আবশ্যক হল সবাইকে ভালোবাসা। অতএব, আমি মানবজাতির প্রতি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা রাখি। হ্যাঁ, তাদের অপকর্ম এবং সকল প্রকার যুলুম, অন্যায়, অবাধ্যতা এবং বিদ্রোহের আমি শত্রু, কিন্তু কারো সত্তার বা কোন ব্যক্তির আমি শত্রু নই। অতএব আমি যেই ধনভান্ডার লাভ করেছি, যা জান্নাতের সকল ধনভান্ডার এবং নিয়ামতের চাবিকাঠি, তা আমি ভালোবাসার আতিশয্যের বশে মানব জাতির সামনে পেশ করছি । আর যেই সম্পদ আমি লাভ করেছি তা বাস্তবিক পক্ষে হীরা, স্বর্ণ এবং রৌপ্যের মত। এটি কোন তুচ্ছ বিষয় নয় এবং অতি সহজেই হস্তগত হতে পারে। কেননা, সেই সকল দিনার, দিরহাম এবং মণি-মুক্তার উপর বাদশাহ্র ছাপ রয়েছে। কোন্ বাদশাহ? অর্থাৎ সেই স্বর্গীয় সাম্রাজ্য আমার কাছে রয়েছে যা অন্য কারো কাছে নেই। অতএব, খোদা আমার সমর্থন করেন এবং আমার পক্ষে সাক্ষ্য দেন। তিনি বলেন, আমাকে জানানো হয়েছে যে, সব ধর্মের মাঝে ইসলামই সত্য ধর্ম। আমাকে বলা হয়েছে যে, সকল হেদায়াত বা সঠিক পথের মাঝে একমাত্র কুরআনের হেদায়াতই সম্পূর্ণভাবে সঠিক আর মানবীয় মিশ্রণ থেকে মুক্ত। আমাকে বোঝানো হয়েছে যে, সকল রসূলের মাঝে পূর্ণ ও সম্পূর্ণ শিক্ষাদাতা এবং উন্নতমানের পবিত্র ও প্রজ্ঞাপূর্ণ শিক্ষাদাতা আর নিজের ব্যবহারিক দৃষ্টান্তের মাধ্যমে মানবীয় পরাকাষ্ঠার দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী একমাত্র রসূল হলেন সৈয়্যদনা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) । খোদা তা'লার পবিত্র এবং পাক ওহীর মাধ্যমে আমাকে অবহিত করা হয়েছে যে, আমি তাঁর পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী, আর অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত মতভেদের জন্য হাকাম বা বিচারক। আমার নাম মসীহ্ এবং মাহদী রাখার মাধ্যমে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে সম্মানিত করেছেন। আর খোদা তা'লাও স্বীয় প্রত্যক্ষ ও সরাসরি বাক্যালাপে আমার এটিই নাম রেখেছেন। আর যুগের বর্তমান অবস্থার দাবি অনুসারেও আমার নাম এটিই হওয়া বাঞ্ছনীয়।"

(আরবাঈন নম্বর-১, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৭, পৃষ্ঠা: ৩৪৫)

এই কথাগুলো কেবল লেখার খাতিরে লেখা নয় বা এটি কেবল দাবি-সর্বস্ব নয় যে, মানব জাতির প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল এবং সবচেয়ে বেশি ছিল, বরং এর ব্যবহারিক বহিঃপ্রকাশও তাঁর জীবনে আমরা দেখতে পাই। এক দিকে মসীহ্ এবং মাহদী হওয়ার দাবি রয়েছে তাঁর। আর এ দাবির সত্যায়নের জন্য আল্লাহ্ তা'লা যখন কতক এমন নিদর্শন প্রকাশ করেন যা মানুষের জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে শাস্তিস্বরূপ ছিল, তখন সেই নিদর্শনের কারণে তিনি ব্যাকুল হয়ে যান। মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব, যিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর গৃহের একটি কক্ষে বসবাস করতেন, তিনি বলেন, প্লেগের মহামারি বিস্তারের সময় যখন প্রতিদিন অগণিত মানুষ এর গ্রাসে পরিণত হচ্ছিল এবং মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছিল। তিনি বলেন যে, তখন আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে দোয়া করতে শুনেছি, যা শুনে আমি হতভম্ব হয়ে যাই। হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব বলেন, (তার নিজের ভাষায় শুনুন) এই দোয়ায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর শব্দে ও কণ্ঠে এত বেদনা আর এত বিগলন ছিল যে, তা শ্রোতাদের আবেগ আকুল করে তুলতোএবং শুনেই এক অদ্ভুত আবেগ-তাড়িত অবস্থার সৃষ্টি হতো। আর তিনি খোদা তা'লার দরবারে এমনভাবে আহাজারি করতেন, আর এমনভাবে ক্রন্দনরত ছিলেন এবং এত গভীর বেদনার সাথে তার মুখ থেকে শব্দ নির্গত হচ্ছিল যেভাবে কোন নারী প্রসব বেদনায় ছটপট করে। তিনি (রা.) বলেন, আমি গভীর মনোযোগসহকারে তাঁর দোয়া শুনেছি। তিনি প্লেগের মহামারী থেকে আল্লাহ্র সৃষ্টি (অর্থাৎ মানুষের) মুক্তির জন্য দোয়া করছিলেন যে, হে খোদা! এরা যদি প্লেগের শাস্তির শিকার হয় তাহলে কে তোমার ইবাদত করবে?"

(সীরাত তাইয়েবা, রচয়িতা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব পৃষ্ঠা: ৫৪ থেকে সংগৃহিত)

অতএব লক্ষ্য করুন যে, ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে বিরুদ্ধবাদীদের উপর এই আযাব নিপতিত হয়, কিন্তু সেই আযাব তুলে নেওয়ার জন্য তিনি দোয়া করছিলেন। অথচ সেই শাস্তি তুলে নেওয়া হলে বা প্রত্যাহার করা হলে সম্ভাবনা ছিল বরং অবশ্যই বিরোধীরা হৈচৈ করতো। আর এর ফলে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সন্দেহযুক্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাও ছিল। কিন্তু তিনি মানবজাতির প্রতি সহমর্মিতার আতিশয্যে এর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন নি, বরং এই দোয়া করছিলেন যে, হে আল্লাহ্! এই শাস্তির হাত থেকে তাদেরকে রক্ষা কর, আর তাদের ঈমানের হেফাজতের জন্য অন্য কোন পথ তুমি খুলে দাও। তাঁর বিরোধীরা কখনো এটি বলতে পারবে না যে, সহানুভূতি প্রদর্শনের সুযোগ থাকলে তিনি সহানুভূতি প্রদর্শন করেন নি। এ সংক্রান্ত বহু ঘটনা তাঁর জীবনে পরিলক্ষিত হয়। একটি ঘটনা এখানে তুলে ধরছি।

মিনারাতুল মসীহ্র নির্মাণ কাজ আরম্ভ হলে হিন্দুরা হৈচৈ করে যে, এতে আমাদের ঘরের পর্দা নষ্ট হবে। তখন সরকারের পক্ষ থেকে এক ম্যাজিস্ট্রেট তদন্ত করার জন্য কাদিয়ানে আসে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তার সামনে সকল খুঁটিনাটি তুলে ধরেন যে, এটি একটি নিদর্শন স্বরূপ। এতে আলোর ব্যবস্থা করা হবে, এলাকার আলোর অভাব দূর হবে, পর্দা নষ্ট হবে না। আর তাদের পর্দা যদি নষ্ট হয়, তাহলে আমাদের ঘরেরও হবে। অতএব এটি ভ্রান্ত ধারণা যে, পর্দা পদদলিত হবে। এগুলো সব অর্থহীন আপত্তি। ম্যাজিস্ট্রেটের সাথে এক স্থানীয় হিন্দু লালা ভুড্ডামালও ছিল। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, এই ব্যক্তি এখানেই বসবাস করে। তিনি আমাদের প্রতিবেশী এবং এই শহরের অধিবাসী। তিনি জানেন যে, আমি সব সময় প্রতিবেশী এবং আল্লাহ্র সৃষ্টির প্রতি দায়িত্বশীল ছিলাম। লালা ভুড্ডামাল আপনার সাথেই আছেন, তাকে জিজ্ঞেস করুন যে, কখনো এমন উপলক্ষ্য এসেছে কী যে, তারা আমার সাহায্যের মুখাপেক্ষি ছিল, আর আমি সাহায্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি বা তাদের কোন প্রকার উপকার করা থেকে আমি বিরত থেকেছি? একই সাথে এটিও জিজ্ঞেস করুন যে, কখনো লালা সাহেব আমার ক্ষতি করার সুযোগ পেয়ে ক্ষতি করা থেকে বিরত থেকেছেন কি'না? তিনি সব সময় আমার ক্ষতি করেছেন আর আমি সব সময় তার উপকারই করেছি। লালা সাহেব ম্যাজিস্ট্রেটের সাথেই ছিলেন। এই সত্যকে অস্বীকার করার সাহস তার হয় নি, বরং তার পক্ষ থেকে তখন লজ্জার বহিঃপ্রকাশ হচ্ছিল।

(সীরাত তাইয়েবা, রচয়িতা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব পৃষ্ঠা: ৬১-৬৩ থেকে সংগৃহিত)

এই ছিল হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আদর্শ। যারা ক্ষতি করতো,সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতির প্রেরণায় তিনি তাদেরও হিতসাধন করেছেন। মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন বাটালভী সাহেব, যিনি বিরোধিতায় সীমা লঙ্ঘন করে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে কুফরী ফতওয়া আরোপ করেছেন, দাজ্জাল এবং 'যাল' আর পথভ্রষ্ট আখ্যায়িত করেছেন, সারা দেশে তাঁর বিরুদ্ধে ঘৃণা এবং নৈরাজ্যের অগ্নি প্রজ্বলিত করেছেন, মামলার সময় তাঁর (আ.) উকিল মুহাম্মদ হোসেন বাটালভীর বংশ সম্পর্কে কিছু আক্রমণাত্মক বা তীর্যক প্রশ্ন করতে গেলে তিনি (আ.) কঠোরভাবে বারণ করেন। উকিল মৌলভী ফযল দ্বীন সাহেব অ-আহমদী ছিলেন। তিনি বলতেন,মির্যা সাহেব অদ্ভুত মানুষ এবং অদ্ভুত চরিত্রের অধিকারী। একব্যক্তি তাঁর সম্মান এবং প্রাণের জন্য হুমকি স্বরূপ,আর এর প্রত্যুত্তরে তার সাক্ষ্যকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে যখন কিছু প্রশ্ন করা হয় তখন তিনি তাৎক্ষণিকভাবে বারণ করেন যে, আমি এমন প্রশ্ন করার অনুমতি দিতে পারি না। এই মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন বাটালভী সম্পর্কে নিজের এক আরবী পঙ্‌ক্তিতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এটিও লিখেছেন -

قَطَعْتَ وِدَادًا قَدْ غَرَسْنَاهُ فِي الصَّبَا وَلَيْسَ فُؤَادِيْ فِي الْوَدَادِ يُقَصِّرُ

অর্থাৎ তুমি ভালোবাসার সেই বৃক্ষকে নিজ হাতে কর্তন করেছ যা আমরা যৌবনে নিজেদের হৃদয়ে রোপণ করেছিলাম। কিন্তু আমার হৃদয় কোনভাবে ভালোবাসা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে ত্রুটি করবে না।

(সীরাত তাইয়েবা, রচয়িতা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব পৃষ্ঠা: ৫৭-৫৯ থেকে সংগৃহিত)

যাহোক, এই হল একটি দৃষ্টান্ত। তাঁর মিশন ও উদ্দেশ্যকে নিশ্চিহ্ন এবং নির্মূল করার জন্য অনেক মুসলমান আলেম অপচেষ্টা করেছে। নামধারী অগণিত আলেম তাঁর বিরোধিতা করেছে, তাঁর বিরুদ্ধে কুফরি ফতোয়া দিয়েছে এবং আজ পর্যন্ত সেই ধারা অব্যাহত আছে। এ কারণেই পৃথিবীর বিভিন্ন মুসলিম দেশে আমাদের বিরোধিতা হয়। এটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর শিক্ষারই প্রভাব যে,আজও এসব বিরোধীদের অপকর্মের প্রত্যুত্তরে তাদের বিরোধিতায় আমরা নৈতিক মানকে বিসর্জন দিই না এবং আইন হাতে তুলে নিই না। হায়! এরা যদি বুঝতো যে, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-ই এ যুগের হাকাম ও আদাল মসীহ্ এবং মাহদী। ইসলাম প্রচার এবং একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা আর মহানবী (সা.)-এর সত্যিকার রাজত্ব, যা ভূপৃষ্ঠে নয় বরং মানব হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে, তা মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং তাঁর জামা'তের মাধ্যমেই হবে, কোন তরবারি, বন্দুক বা কোন শক্তিবলে নয় বা সন্ত্রাস করে নয়,আর ইসলামের নামে নিরীহ মানুষকে হত্যা করে নয়। ইউরোপে ইসলামের নামে যে সমস্ত ঘটনাবলী ঘটছে, বিভিন্ন ব্যক্তি বা সংগঠন যার জন্য দায়ী। অথবা লন্ডনে দুই দিন পূর্বে নির্দয়ভাবে যে নিরীহ এবং নিষ্পাপ লোকদেরকে হত্যা করা হয়েছে, পথিকদের উপর গাড়ি চড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, একজন পুলিশকে হত্যা করা হয়েছে, এই সবকিছুর কারণ হল, এসব নামধারী আলেমরা মানুষকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করে। ইসলামের চিত্তাকর্ষক শিক্ষাকে হৃদয়ে গ্রথিত না করে বরং অন্যায় এবং বর্বরতাকে তাদের হৃদয়ে গ্রথিত করেছে।

এমন পরিস্থিতিতে, আমি যেভাবে পূর্বেও বলেছি, আর প্রায় সময় বলি যে, আমাদের অর্থাৎ আহমদীদের দায়িত্ব হল ইসলামের সৌন্দর্যকে পৃথিবীর সামনে তুলে ধরা। আর আহমদীয়াতের বিরোধিতার যতটুকু সম্পর্ক রয়েছে, এরা আহমদীয়াতের কোন ক্ষতিই করতে পারবে না। আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে সফলকাম এবং জয়যুক্ত করার জন্য পাঠিয়েছেন। এখন ইসলামের প্রসার এবং প্রচার তাঁর মাধ্যমেই হবে। অতএব আমাদেরই ইসলাম প্রচার করতে হবে। হত্যা, নিরীহ লোকদের প্রাণহানী, আর খুনোখুনির যে ঘটনা ঘটছে, এমন অপকর্মকে যথাযথভাবে সর্বত্র খণ্ডন করতে হবে। এর বিরুদ্ধে আওয়াজ উত্তোলন করতে হবে। আর প্রভাবিত লোকদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনও আমাদের দায়িত্ব।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

"হে সমগ্র মানবজাতি! ভালোভাবে শুনে রাখ, এটি তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী যিনি আকাশ এবং পৃথিবীর স্রষ্টা। তিনি তাঁর এ জামা'তকে সারা পৃথিবীতে বিস্তৃত করবেন। দলীল এবং প্রমাণের মাধ্যমে সবার বিরুদ্ধে তাদেরকে জয়যুক্ত করবেন। সেই দিন ঘনিয়ে আসছে,বরং সন্নিকটে, যখন পৃথিবীতে এটিই একমাত্র ধর্ম হবে, যাকে সম্মানের সাথে স্মরণ করা হবে। আল্লাহ্‌তা'লা এই ধর্ম এবং এই জামা'তে অসাধারণ এবং অলৌকিক কল্যাণ রেখে দিবেন। যারা এটিকে নিশ্চিহ্ন করার চিন্তা করে, তাদেরকে তিনি ব্যর্থ করবেন। আর এ বিজয় চিরস্থায়ী হবে, যতদিন কিয়ামত উপস্থিত না হয়। এখন এরা যদি আমাকে হাসি-ঠাট্টার লক্ষ্যে পরিণত করে তাহলে এতে ক্ষতি কী? এমন কোন নবী নেই যার প্রতি হাসি-তিরস্কার করা হয় নি। তাই মসীহে মওউদকেও তিরস্কারের লক্ষ্যে পরিণত করা অবধারিত ছিল, যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা বলেন যে, يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (সূরা ইয়াসীন: ৩১) অতএব, এই হল খোদার পক্ষ থেকে সত্যতার নিদর্শন যে, সব নবীকেই হাসি-তিরস্কারের লক্ষ্যে পরিণত করা হয়। কিন্তু সবার সামনে আকাশ থেকে অতবরণকারী ব্যক্তি, যার সাথে ফেরেশতাও থাকবে তাকে কে হাসি ঠাট্টার লক্ষ্যে পরিণত করতে পারে? অতএব বুদ্ধিমানরা এই যুক্তির মাধ্যমেও বুঝতে পারবে যে, মসীহে মওউদ এর আকাশ থেকে অবতরণের ধারণা সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা। স্মরণ রেখ! আকাশ থেকে কেউ অবতরণ করবে না। আমাদের সব বিরোধী, যারা এখন জীবিত আছে, তারা সবাই মারা যাবে, কিন্তু তাদের কেউ ঈসা ইবনে মরিয়মকে আকাশ থেকে অবতরণ করতে দেখবে না। এরপর তাদের সন্তান-সন্ততি যারা অবশিষ্ট থাকবে, তারাও মরবে,কিন্তু তাদেরও কেউ ঈসা ইবনে মরিয়মকে আকাশ থেকে অবতরণ করতে দেখবে না। আর তাদের সন্তানদের সন্তানরাও মারা যাবে, কিন্তু তাদেরও কেউ ঈসা ইবনে মরিয়মকে আকাশ থেকে অবতরণ করতে দেখবে না। তখন খোদা তা'লা তাদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করবেন যে, ক্রুশীয় বিজয়ের যুগও কেটে গেছে, আর পৃথিবীর ভিন্নরূপ প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু মরিয়মের পুত্র ঈসা এখনও আকাশ থেকে আসল না। তখন বুদ্ধিমান ও বিবেকবানরা এই বিশ্বাসের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করবে,আর আজ থেকে তৃতীয় শতাব্দীর পূর্ণতার পূর্বেই ঈসার জন্য অপেক্ষমানরা, তারা খ্রিষ্টান হোক বা মুসলমান, সম্পূর্ণভাবে নিরাশ এবং বিতশ্রদ্ধ হয়ে এই মিথ্যা বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করবে। আর পৃথিবীতে একটি মাত্র ধর্ম থাকবে আর একজন মাত্র নেতা হবেন। আমি শুধু একটি বীজ বপন করতে এসেছি। অতএব আমার হাতে সেই বীজ বপিত হয়েছে। এখন তা অঙ্কুরিত হবে এবং ফুলে-ফলে সুশোভিত হবে,আর কেউ এ পথে বাদ সাধতে পারবে না।"

(তাযকেরাতুশ শাহাদাতাঈন, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃষ্ঠা: ৬৬-৬৭)

আল্লাহ্ তা'লার মসীহ্‌র লাগানো এই বীজ খোদা তা'লার ফযলে ফুল-ফল বহন করছে আর বিস্তার লাভ করছে। আমাদেরকে যদি এর জীবন্ত এবং সবুজ শাখা-প্রশাখা হতে হয় তাহলে আমাদের কাজ হবে, যেমনটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর রচনা এবং বক্তৃতা থেকে প্রমাণিত যে, খোদা-প্রেম ও রসূল-প্রেমএবং নিজেদের কর্ম, আর মানবজাতির প্রতি সহানুভূতি ও ভালোবাসা প্রদর্শনে আমরা যেন এমন হই যে, আমাদের প্রতিটি কর্মে তার প্রকাশ ঘটবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করুন। (আমীন)

****

হাদিস

طَلَبُ الْحَلَالِ جِهَادٌ

(বৈধ রিযক সন্ধান করাও এক প্রকার জিহাদ বা সংগ্রাম)

বিশেষ করে বর্তমান যুগে বৈধ উপায়ে আয় উপার্জন করা একটি দূরূহ বিষয়। চোর বাজার, প্রতারণা, ঠগবাজি, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ,অপরের অধিকার গ্রাস এবং আত্মসাৎ এমন সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, বৈধ ও অবৈধর মাঝের তফাৎটুকুও অবশিষ্ট নাই। দুধ বিক্রেতা রোযা রেখে দুধে পানি ভেজাল দেয়। অনুরূপভাবে মাসে ১০০ টাকার বেতনধারী কর্মী বিয়ে করা থেকে পালিয়ে বেড়ায় এবং অজুহাত দেয় যে, তার বেতন ৫০০ টাকা হলে বিয়ে করবে। আর সেই সময় পর্যন্ত সে নিজের কামনা-বাসনা পূর্ণ করার জন্য যত প্রকারের অন্যায় পথ অবলম্বন করে শরীয়তে তা সবই অবৈধ।

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019, Vol. 2. Thursday, 27 th April, 2017 Issue No. 17

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872 224 757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com
SUBSCRIPTION
ANNUAL : Rs. 300/-

দুইয়ের পাতার পর...

এবং আল্লাহর জন্য সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠা কর।

উল্লেখিত আয়াত দ্বারা প্রথমতঃ বোঝা যায়- মহানবী (সাঃ)কে সম্বোধন করে বর্ণিত হলেও সেই আহ্বান প্রকৃতপক্ষে তাঁর অনুসারীদের উপরে বর্তায়। কেননা হজরত রসূলে পাক (সাঃ)-কে তো বিবি তালাকের অধিকারই দেওয়া হয়নি। (সূরা আহযাব : ৫৩)

দ্বিতীয়তঃ স্ত্রী বিচ্ছেদের (তালাক) ঘোষণা দুটি মাসিক ঋতু স্রাবের মধ্যবর্তী সময়ে মুক্ত অবস্থায় সুস্থ্য মস্তিষ্কে উচ্চারণ করতে হয়। ঐ মধ্যবর্তী সময়ের মাঝে যদি তারা পরস্পর যৌন সম্পর্ক স্থাপন না করে থাকে, তবেই তালাক উচ্চারণ বৈধ হবে। এটা একটা চমৎকার পর্যায়ক্রম যা চূড়ান্ত বিবাহ বিচ্ছেদের পথে সম্ভাব্য সকল বাধা উপস্থাপন করে বিবাহ নামক পবিত্র বন্ধনকে অটুট ও স্থায়ী রাখতে চায়। ইসলাম যদিও বিবাহ বিচ্ছেদকে স্বীকৃতি দেয় তথাপি তাকে একটি প্রয়োজনীয় আপদ হিসাবে গণ্য করে। তাই আবু-দাউদ শরীফের হাদীসে বলা হয়েছে ; **"সমস্ত হালাল জিনিসের মধ্যে আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা অধিক ঘৃণ্য হল 'তালাক'।"**(হাদীসে আবগাযুল হালাল বলা হয়েছে)।

এক্ষত্রে সুবিধা এই যে, স্ত্রী পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত আকস্মিকভাবে রাগের মাথায় সাময়িক উত্তেজনার বশবর্তী না হয়ে যেন ধীর স্থির অবস্থায় মুক্তমনা হয়ে ভাবনা-চিন্তার পর যথার্থরূপে সিদ্ধান্ত গৃহীত হতে পারে। তদুপরি, বিচ্ছেদ প্রাপ্তা স্ত্রী ইদ্দতকালে (অপেক্ষার কাল) নিজ গৃহেই অবস্থান করবে। পরিত্যক্তা স্ত্রীকে ভরণ পোষণ ও দেখা শোনা করার ভার স্বামীর উপরে বর্তায়, তাকে সেভাবেই দেখা শোনা করতে হবে যেভাবে গৃহ কর্ত্রী থাকাকালীন সময়ে তার দেখা শোনা করা হয়েছে। এই ব্যবস্থা অবলম্বনের আবশ্যকতা ও উপকারীতা এই যে, ইদ্দতকালে (অপেক্ষার কাল) এটা অসম্ভব নয় যে, উভয়ের মনোমালিন্য দূরীভূত হয়ে পুনরায় পরস্পরের মধ্যে মিলনের মনোভাব সৃষ্টি হতে পারে।

ইদ্দতকাল সম্পর্কে স্পষ্ট করে সূরা 'তালাক' এর ৫ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : যদি তোমরা তাদের ঋতুস্রাব সম্বন্ধে সন্দেহ কর তবে তাদের ইদ্দতকাল তিন মাস। সন্দেহর কথা এইজন্য বলা হয়েছে যে, জরায়ূর গোলযোগের কারণেও মাসিক স্রাব বন্ধ হতে পারে, আবার অন্য কারণেও হতে পারে। কম বয়সের কারণে যদি ঋতু স্রাব না হয় তাদের ক্ষেত্রেও ইদ্দতকালের সময় তিন মাস। স্ত্রী যদি গর্ভবতী হয় তিনি তা যেন গোপন না করেন (সূরা বাকারা : ২২৯)। কেননা তার ইদ্দতকাল হল সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত। আর এই দীর্ঘ সময় ব্যয়ীত হওয়ার মধ্যে দম্পতির মধ্যে বোঝা পড়ার সমূহ সম্ভাবনা থেকে থাকে।

এখন পরিষ্কারভাবে বোঝা গেল যে, পূর্ণ ও অখণ্ডনীয় তালাকের জন্য তিন দফায় তিন মাসে প্রত্যেক ঋতু স্রাবের পর তালাক ঘোষণার প্রয়োজন। প্রথম দফার এবং দ্বিতীয় দফার তালাক ঘোষণার পরেও ইচ্ছা করলে স্বামী স্ত্রীকে নিজের কাছে রাখার অধিকার ও সুযোগ পায়। এমন কি তালাকের পরবর্তী সময় অতিবাহিত হয়ে গেলেও তৃতীয় দফায় তালাক ঘোষণার পূর্বে নতুনভাবে বিবাহ করে পরস্পর মিলিত হতে পারে।

রসূলে করীম (সাঃ) একই সময়ে বহুবার তালাক উচ্চারণকে এক তালাকরূপে গণ্য করতেন। (তিরমিযি ও আবু-দাউদ)

সুনান নিসাঈ হতে বর্ণিত যে, একবার আঁ হজরত (সাঃ)-কে বলা হল যে, এক ব্যক্তি একই নিঃশ্বাসে তিনবার তালাক উচ্চারণ করেছে। তিনি অত্যন্ত ক্ষোভ প্রকাশ করে বললেন "কী! আমি তোমাদের মধ্যে থাকা অবস্থায়ই তোমরা আল্লাহর গ্রন্থকে (কোরআন) খেলার বস্তু বানাবে ?" প্রথম দুইবারের তালাকের ক্ষেত্রে মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে স্বামী স্বীয় স্ত্রীকে স্ত্রীর সম্মতি-অসম্মতি ব্যতিরেকেই পুনঃগ্রহণ করতে পারে। কিন্তু মধ্যবর্তী সময় অতিবাহিত হয়ে গেলে কেবল স্ত্রীর অনুমতি নিয়ে পুনর্বিবাহের মাধ্যমে তাকে পুনঃগ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু তৃতীয় বার তালাক ঘোষণার পর স্বামীর আর কোন অধিকার বা সুযোগ থাকে না। সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছেদ ঘটে যায়। এক সাহাবী একদিন রসূলে করীম (সাঃ)কে জিজ্ঞাসা করলেন,

কোরআন তো মাত্র দুটো তালাকের উল্লেখ করেছে। তৃতীয়টি কোথা হতে আসল ? উত্তরে রসূলে করীম (সাঃ) এই আয়াতে (সূরা বাকারা : ২৩১) "অথবা সদয় ভাবে বিদায় দিতে হবে" বাক্যটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। ইহার তাৎপর্য এই যে, প্রথম দুইবার তালাকের পরও স্বামী স্ত্রীকে রাখতে পারত কিম্বা সম্মতি নিয়ে তাকে পুনর্বিবাহ করতে পারত। কিন্তু সে যদি স্থায়ী বিচ্ছেদ ও অখণ্ডনীয় তালাকই চায়, তাহলে স্ত্রীকে দাম্পত্য বন্ধন হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি দিতে হবে। এই কথাই "সদয়ভাবে বিদায় দিতে হবে" বাক্যটিতে বলা হয়েছে। যার অর্থ হল তৃতীয়বার তালাক উচ্চারণ করে মুক্তি দাও। (ইবনে জরীর ও মসনদ আহমদ বিন হাম্বল) ।

পরবর্তী আয়াত থেকে তৃতীয় তালাকের কথা আরো স্পষ্ট হয়। এবং স্পষ্ট হয় যে, এই তৃতীয় তালাকের পর থেকে স্ত্রীর সহিত পুনর্মিলনের আর কোন অধিকার থাকল না। তবে যদি এমনটি ঘটে যে, তার পরিত্যক্তা স্ত্রী অন্য কাউকেও বিবাহ করল এবং ঐ স্বামীও তাকে শরীয়তের বিধান অনুযায়ী তালাক দিল , কিম্বা মারা গেল, তখন পূর্বের স্বামী, তার মত নিয়ে তাকে বিবাহ করতে পারে। ইসলামে তালাকের আইনে এই ধারাটি সন্নিবিষ্ট থাকায় একদিকে যেমন বিবাহের গুরুত্ব, গাম্ভীর্য ও পবিত্রতা প্রতিপন্ন হয় তেমনি অন্যদিকে একটি দূরতম সুযোগও রাখা হল, যাতে সেই দম্পতি যারা একত্রে একসময় বাস করেছে, তারা ইচ্ছা করলে পুনরায় একত্রিত হতে পারে।

সৃষ্টির সেরা মানব রূপে হযরত মহম্মদ (সাঃ)-কে আখ্যায়িত করা হয়। তাঁর চরিত্র সম্পর্কে হজরত আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, **"কানা খুলকুহু কুল্লুহুল কোরআন"** অর্থাৎ তার চরিত্র তো ছিল সম্পূর্ণ কোরাআনই। অর্থাৎ তিনি সমগ্র কোরআনেরই বাস্তবায়নকারী। যেহেতু 'তালাক' আল্লাহর দৃষ্টিতে অধিক ঘৃণ্য হালাল (বৈধ)। তাই আল্লাহতা'লা এমন কৌশল অবলম্বন করলেন, যেন তিনি [মহম্মদ (সাঃ)] কোন ক্রমেই এমন ঘৃণ্য হালালের (তালাকের) অধিকার না পান, আর এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করে (সূরা আহযাব : ৫৩ আয়াতে বর্ণিত) তাঁকে পুত-পবিত্র রূপে অধিষ্ঠিত রেখে সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচায়ক রূপে অনন্য প্রমাণিত হলেন।

পূর্বোক্ত বর্ণনা হতে আরো স্পষ্ট হয় যে, প্রত্যাবর্তন ও সম্পূর্ণীকরণের দৃষ্টিকোণ থেকে তালাক তিন প্রকার ১) তালাক রাযয়ী, ২) তালাক বাঈন, ৩) তালাক বাত্তাহ্।

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, তালাক হল সর্বাপেক্ষা ঘৃণ্য হালাল (বৈধ)। সেই জন্য এই লক্ষ্যস্থলে পৌঁছানোর পূর্বে ঠান্ডা মাথায় চিন্তা-ভাবনা করার প্রয়োজন রয়েছে। সেই জন্য ইসলামী অনুশাসন (শরীয়ত) পাঁচটি পর্যায়ের উপদেশ অবলম্বন করেছে, যা পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। এর পরও যদি বিচ্ছেদের প্রয়োজন হয়, সেক্ষেত্রে এই পবিত্র বন্ধনকে (স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক) চিরতরে শেষ করার পূর্বে পুরুষদের ঠান্ডা মস্তিষ্কে মুক্ত মনা হয়ে চিন্তা ভাবনা করার সুযোগ রাখা হয়েছে। আর এই জন্য স্বামীকে আলাদা আলাদা সময়ে তিন তালাক দেওয়ার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে।

'তালাক রাযয়ী' বা প্রত্যাহারযোগ্য তালাক হল সেই তালাক যেখানে ইদ্দত (অপেক্ষার সময়কাল) চলাকালীন স্বামী প্রত্যাবর্তন করে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রাখতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ প্রথম তালাক এমন সময়ে দিতে হবে যখন কিনা স্ত্রী পবিত্রাবস্থায় (ঋতু স্রাব মুক্ত) থাকে। এই তালাকের পরে স্বামী ইদ্দতের মধ্যে (তিন মাসের মধ্যে) কোন অতিরিক্ত শর্ত ছাড়া প্রত্যাবর্তন করতে পারে। অর্থাৎ স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক অটুট রাখতে সক্ষম। ইদ্দত সম্পূর্ণ হওয়ার পরে এই তালাক 'তালাক বাঈন' এ পর্যবসিত হয়।

'তালাক বাঈন' বা অপ্রত্যাহারযোগ্য তালাক হল সেই তালাক যে ক্ষেত্রে স্বামীর জন্য শর্ত ছাড়া প্রত্যার্বনের অধিকার অবশিষ্ট থাকে না। অবশ্য উভয়ের সম্মতিক্রমে ইদ্দতের মধ্যে (তিন মাস) অথবা ইদ্দত অতিক্রান্ত হওয়ার পর দ্বিতীয় বার নতুনভাবে বিবাহ হতে পারে।

'তালাক বাত্তাহ্' হল সেই তালাক যে ক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তনের কোন সুযোগ থাকে আর না পুনর্বিবাহ বৈধ বলে গণ্য হতে পারে। সুতরাং এই তালাক স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ রূপে প্রতিষ্টা করে। এই অবস্থায় স্বামীর না প্রত্যাবর্তনের সুযোগ থাকে আর না পুনর্বিবাহের সুযোগ বাকি থাকে। এই পরিস্থিতির পরে আরোও একটি শর্ত আরোপিত হয়, তা হল তারা ততক্ষণ পর্যন্ত স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক গড়তে পারবে না যতক্ষণ না স্ত্রী অন্যত্র বিবাহ করে এবং শরীয়তের বিধান মেনে সেই স্বামীও তাকে তালাক দিয়ে দেয় তাহলে উভয়ের সম্মতিতে পুনরায় পরস্পরের কাছে ফিরে আসতে পারে (সূরা বাকারা : ২৩১)।

বলাবাহুল্য আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্যদেরকে আরো একটি বাধা অতিক্রম করে বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ করতে হয়। সেখানে তারা তাদের কাযা বোর্ডের সামনে উপস্থিত হয়ে কাজীর সিদ্ধান্তকে প্রাধান্য দেন।

আল্লাহতা'লা আমাদের সবাইকে এই বিষয়টি যথার্থরূপে বোঝার সামর্থ্য দান করুন।

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir